যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ২৮২

১/ বিবিধ

আরবী

لولاك لما خلقت الأفلاك

موضوع

كما قاله الصغاني في " الأحاديث الموضوعة " (ص 7) ، وأما قول الشيخ القاري (67 ـ 68) : لكن معناه صحيح، فقد روى الديلمي عن ابن عباس مرفوعا: " أتاني جبريل فقال: يا محمد لولاك لما خلقت الجنة، ولولاك ما خلقت النار وفي رواية ابن عساكر: لولاك ما خلقت الدنيا

فأقول: الجزم بصحة معناه لا يليق إلا بعد ثبوت ما نقله عن الديلمي، وهذا مما لم أر أحدا تعرض لبيانه، وأنا وإن كنت لم أقف على سنده، فإنى لا أتردد في ضعفه، وحسبنا في التدليل على ذلك تفرد الديلمي به، ثم تأكدت من ضعفه، بل وهائه، حين وقفت على إسناده في " مسنده " (1 / 41 / 2) من طريق عبيد الله بن موسى القرشي حدثنا الفضيل بن جعفر بن سليمان عن عبد الصمد بن علي بن عبد الله ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس به

قلت: وآفته عبد الصمد هذا، قال العقيلي: حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به ثم ساق له حديث آخر في إكرام الشهو د سيأتي برقم (2898) ، ومن دونه لم أعرفهما، وأما رواية ابن عساكر فقد أخرجها ابن الجوزي أيضا في " الموضوعات " (1 / 288 ـ 289) في حديث طويل عن سلمان مرفوعا وقال: إنه موضوع، وأقره السيوطي في " اللآليء " (1 / 272)

ثم وجدته من حديث أنس وسوف نتكلم عليه إن شاء الله

বাংলা

২৮২। আপনি যদি না হতেন, তাহলে আমি আকাশ ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করতাম না।

হাদীসটি জাল।

যেমনভাবে সাগানী “আল-আহাদীসূল মাওযূআহ” গ্রন্থে (পৃঃ ৭) বলেছেন। তবে শাইখ আল-কারীর উক্তি (৬৭-৬৮) কিন্তু তার অর্থটি সহীহ, এটি দাইলামী ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফু হিসাবে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেনঃ

أتاني جبريل فقال: يا محمد لولاك لما خلقت الجنة، ولولاك ما خلقت النار وفي رواية ابن عساكر: لولاك ما خلقت الدنيا

আমার নিকট জিবরীল আসলেন, অতঃপর বললেনঃ হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি না হতেন তাহলে জান্নাত সৃষ্টি করতাম না, আপনি যদি না হতেন তাহলে জাহান্নাম সৃষ্টি করতাম না। ইবনু আসাকির হতে অন্য এক বর্ণনায় এসেছে; আপনি যদি না হতেন তাহলে দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না।

আমি (আলবানী) বলছিঃ দাইলামী হতে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা সাব্যস্ত না হওয়ার পূর্বেই হাদীসটির অর্থ সঠিক, এ কথাটি দৃঢ়তার সাথে বলা উচিত হবে না। আমি কাউকে দেখছি না যিনি এটি বর্ণনা করেছেন। যদিও আমি তার সনদটি সম্পর্কে অবহিত হইনি, তবুও হাদীসটি যে দুর্বল এ মর্মে আমি কোন সন্দেহ পোষণ করছি না। এর জন্য দাইলামী কর্তৃক এককভাবে বর্ণনা করাটাই তার প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

অতঃপর আমি যখন তার (দাইলামীর) “মুসনাদ” গ্রন্থে (১/৪১/২) হাদীসটির সনদ সম্পর্কে অবহিত হলাম যে, এটি ওবায়দুল্লাহ ইবনু মূসা আল-কুরাশী সূত্রে ফুযায়েল ইবনু জাফার ইবনু সুলায়মান হতে বর্ণিত আর তিনি আব্দুস সামাদ ইবনু 'আলী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তার পিতা আলী ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তখন আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম এটির দুর্বলতার ফাটল সম্পর্কে।

আমি বলছিঃ এটির সমস্যা হচ্ছে এ আব্দুস সামাদ; উকায়লী তার সম্পর্কে বলেনঃ তার হাদীস নিরাপদ নয় এবং তার মাধ্যম ছাড়া হাদীসটি অন্য কোন মাধ্যমে জানা যায় না। অতঃপর তিনি সাক্ষীর সম্মানের বিষয়ে তার অন্য একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, যা ২৮৯৮ নম্বরে আসবে। তার মাধ্যম ছাড়া আমি হাদীস দু'টোকে চিনি না।

ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় হাদীসটি ইবনুল জাওযী তার “আল-মাওযুআত” গ্রন্থে (১/২৮৮-২৮৯) দীর্ঘ এক হাদীসের মধ্যে সালমান হতে বর্ণনা করে বলেছেনঃ إنه موضوع হাদিসটি বানোয়াট।

সুয়ূতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/২৭২) তার (ইবনুল জাওযীর) বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5542

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন